Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IV, Issue-IV, April 2016, Page No. 13-24
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভারতবর্ষ ও ফরাসি কানাডার উপনিবেশের অপসারন[1]

Serge Granger
Professeur agrégé, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke

Abstract

The independence of the India contributed to broadcast a speech on decolonization worldwide, particularly in French Canada. Being the most important colony that breaks free from the British Empire, India embodies an idea of decolonization to be adopted by French Canadians insofar as it provides conceptual tools to understand their historical condition shared by other colonies worldwide. By using French Canadian periodicals, especially Le Devoir and L'Action nationale this article retraces the references to India's quest for independence and examines how it nourishes the discourse on decolonization in French Canada before the Quiet Revolution (1960).

সারাংশ : ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সমগ্র বিশ্বের কাছে উপনিবেশিকবাদের অপসারণের বার্তা বহন করে চলেছে ঠিক যেমনটা বলা যায় ফরাসি কানাডার ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ একটি উপনিবেশ, যেটি মুক্ত হয় ইংরেজ সাম্রাজ্যের উপনিবেশিক- সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্নতা বোধের প্রতীক- ভারতের উপনিবশিক মুক্ত মতবাদ যেটা ফরাসি কানাডার মানুষের মধ্যে ক্রমশই বিরাজিত হবে ও এর মৌলিক ধারণাগুলি তাদের ঐতিহাসিক পটভূমির সাথে একটি আন্তর্জাতিক মেলবন্ধন ঘটাবে। এই প্রবন্ধে ভারতের স্বাধীনতার সম্পর্কে বিশ্লেষণ এবং প্রদর্শন করা হয়েছে, যে কিভাবে এটি ফরাসি কানাডার উপনিবেশবাদের অপসারণের একটি যোগসূত্র স্থাপন করে 'শান্তবিপ্লবের' আগের থেকেই (Quiet Revolution or Révolution tranquille) যার বিশ্লেষণের জন্যে এই প্রবন্ধে দুটি কেবেক দৈনিক পত্রিকার তথ্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে যেমন *Le Devoir ও L'Action nationale*.

অনেক ফরাসি কানাডিয়ান জাতীয়তাবাদীদের কাছে, তাদের রাজনৈতিক সংগ্রামকে তুলনা করা যায় সেইসমস্ত মানুষের সাথে যারা উপনিবেশবাদের শিকার ও যারা দাবী করেন নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের। যদিও এটি একটি অতিরঞ্জিত বিষয় হয়ে দাড়ায় যখন ভারতের স্বাধীনতাকে বিবেচনা করা হয় ফরাসি কানাডার জাতীয়তাবাদের একটি প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাব। অথচ এটি সাহায্য করেছে একটি উপনিবেশিক অপসারণের (decolonization) ধারণা গড়ে তুলতে, যারা প্রায়ই ব্যবহার হয়েছে 1960 সালের ফরাসি জাতীয়তাবাদী কানাডিয়ানদের মধ্য এইভাবে ব্রিটিশ সম্রাজ্যের রাজনৈতিক স্থান মঞ্জুর করেছে ভারতীয় এবং ফরাসি জাতীয়তাবাদী কানাডিয়ানদের, তাদের অধীনস্ত অবস্থানকে ভাগ করে নেওয়ার। তৃতীয় বিশ্বের এই পরাধীনতার প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আন্দোলন যাতে ভারতের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল একটি জাতীয়তাবাদী আমূল পরিবর্তন যা কেবেকে অনুপ্রাণিত করে উপনিবেশিক অপসারণের আন্দোলনের প্রতি।

ভারতের স্বাধীনতার প্রভাব প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বে আধিপত্যতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বোধের উন্মেষ ঘটিয়েছে শুধুমাত্র তাই নয় এই দেশটি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে এশিয়ান ও আফ্রিকান মহাসম্মেলনের, কিন্তু এর চাইতেও বেশি এটি গুরুত্ব দেয় একটি প্রশিক্ষণের এবং একটি উপনিবেশবাদের বিরোধী ধারণাকে যা চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছেছিলো1960 সালের শুরুতে জাতিসংঘ ও গুরুত্ব দিয়েছে 1961 সালকে উপনিবেশের অপসারণের সমাধান হিসাবে। Mark Twain কি

[1] This article was translated from French to Bengali by Arya Mukherjee.

সফল হতে পারেনি ভারত ও তার ইতিহাস কে জানতে? অবশ্যই আমরা দাবী করতে পারি যে তার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ঘোষণা করে বিশ্বের সমস্ত মানুষের মুক্তিকে উপনিবেশবাদের অপসারণের ধারণা যা ভারতকে অনুপ্রেরণাদেয় জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের যার রাজনৈতিক স্বীকৃতি পায় দক্ষিণের দেশগুলিতে। নিশ্চিতভাবে ভারতের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সমৃদ্ধতাই তাকে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে যার ব্যতিক্রম কেবেকে ও হয়নি।

একটি গোপন রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রসঙ্গে হরদিত সিং মালিক (বর্তমানে নয়) কানাডার ভারতের হাই কমিশনার যিনি তুলনা করেন ফরাসি কানাডিয়ানদের উপলব্ধির সাথে ইংরেজ কানাডিয়ানদের উপলব্ধিতা, 1947 সালের ভারতের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে। তিনি মন্তব্য করেন যে কানাডিয়ান ইংরেজরা বিবেচনা করেন যে ভারতের রাষ্ট্রমণ্ডলের সাথে সম্পর্ক যেন একই রাজনৈতিক পরিবারের যা একটি প্রকৃত বন্ধুসুলভ উপলব্ধিতার নজির রাখে যখন ফরাসি কানাডিয়ানরা এটিকে বিবেচনা করে মুক্তির প্রতীক হিসাবে[2]।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রস্তাব রাখছি মালিকের এই পর্যবেক্ষণকে খতিয়ে দেখার, কিছু ফরাসি কানাডিয়ান পত্র-পত্রিকার বিশ্লেষণের সহায্যে, যেগুলি আগ্রহী ছিল সমসাময়িক ভারত কে জানতে যে তাদের স্বাধীনতা কি সত্যই ধার্য করা যায় একটি মুক্তির প্রতীক হিসাবে পরীক্ষিত নথি প্রকাশিত হয়েছে 1937 ও 1947 সালের ফরাসি দৈনিক সংবাদ পত্রগুলিতে। গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি উস্কানি দেয় যুদ্ধের সম্ভবনাকে 1939 সালে, যেমন 1941 সালের Pearl Harbor এবং HongKong এ জাপানের আক্রমণ, 1942 সালের গান্ধিজির নেতৃত্ত্বে ভারত ছারো আন্দোলন, 1945 সালে জাপানের আত্মসমর্পণ এবং জনুয়ারীর 1946 সালের সাধারণ নির্বাচন। 1947 এর জুলাই ও আগস্ট মাসগুলিতে দেখা যায় স্বাধীনতার আন্দোলনের ফলাফল, এই সমস্ত কিছুরই বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিকায় যেমন *Le Devoir, La Presse, Le Soleil, La Tribune, Le Canada , La Patrie ও L'Action catholique.* শুধুমাত্র সম্পাদকীয় অথবা সাংবাদিক প্রবন্ধগুলির সংরক্ষণ করা *La Presse* এবং, *La Tribune* এর সম্পাদকীয় ও সাংবাদিক প্রবন্ধগুলি ছারাও একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে ভারতের স্বাধীনতার সময়কালীন গান্ধিজির হত্যার বিষয়টিকে। কিন্তু শুধুমাত্র ফরাসি কানাডিয়ানদের মন্তব্যকে স্বীকার করা হয়। কিছু প্রভাবশালী পত্রিকা যারা ভারতের প্রতি আগ্রহী ছিল যেমন-*L'Action nationale* যারা পুংখানুপুঙ্খভাবে প্রদর্শন করে যে উপনিবেশবাদের অপসারণের ধারণাকে কিভাবে ফরাসি কানাডিয়ানদের লেখনিতে স্থান পেয়েছে শান্তবিপ্লবের"সময়ে"।

শান্ত বিপ্লবের পূর্বে উপনিবেশিক অপসারণ: কেবেকের উপনিবেশিক সাহিত্যে প্রভাবিত হয়েছে Frantz Fanon ও Albert Memmi এর লেখনিতে যারা ছিলেন শান্তবিপ্লবের অন্যতম কেবেকোয়া বুদ্ধিজীবি। কিন্তু অল্প সংখ্যক কিছু লেখকরা স্বীকার করেন যে ভারতের উপনিবেশবাদের বিরোধী ধারণা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে কেবেকের উপনিবেশিক অপসারণের . একটি প্রবন্ধ যেখনে ইন্দো কেবেক-সম্পর্কে আলোচনা করা হয় Fernand Harvey দাবী করেন" সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্য যা এখনো পর্যাপ্ত নয় ভারত ও কেবেকের মধ্যে সেতুবন্ধন করার"[3] শুধু মাত্র *Synergies Inde* নামক একটি আন্তর্জাতিক ফরাসি ভাষার গবেষকদের দল একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে ইন্দো ও কেবেক সম্পর্কে কেবেকের শহরের 400 বছর পূর্তিরসময়ে[4] । কোনো প্রবন্ধই লেখা হয়নি দক্ষিণ এশিয়ার বিষয়ে শুধুমাত্র কিছু ধর্মযাজকদের লেখা কিছু বই যা তাদের ভারতের মিশন সম্পর্কে ব্যক্ত করে। কয়েকটি বই এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় যারা তুলনা করে কেবেকের জাতীয়তাবাদের ও কাশ্মীর ও আসামের কিছু স্বায়ত্তশাসনের ধারণাকে। কিন্তু এর কোনোটাই ভারত ও কেবেকের সমন্বয়ের বিষয়ে আলোকপাত করেনি[5]। এই বিষয়ে অপর্যাপ্ত গবেষণার একাধিক কারন পাওয়া যায় যেমন:(1)খুব কম সংখ্যক ভারতীয় লেখকের বই ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে যার ফলে খুব সীমিত মতাদর্শের উদ্ভব হয়েছে কেবেকে। (২)

[2] ভারত সরকারের জাতিও সংরক্ষণাগার বৈদেশিক মন্ত্রনালয় ফাইল নম্বার F .20/47OSIII, 1947, অক্টোবরের রাজনৈতিক সারংশ

[3]Fernard Harvey, ''কেবেক ও ভারত: সমসাময়িক ঐতিহাসিক মাইলস্টোনগুলি একটি গঠনের সম্পর্ক স্থাপন করে'', Kichenassamy Madanagobalane নে বলা হয়েছে, কেবেক ঐতিহ্য ,রূপান্তর এবং আইন অমন্য কারক চেন্নাই , সমহিতা প্রকাশনি2010 পাতা126-100 .

[4]Serge Granger, "কাশমিরে Lotbinière দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে'' 2008 সংখ্যা 3 ভারতের সহায়তা .পত্র 140-129.

[5]Mahendra Prasad Singh এবং Chander Mohan dir , *Regionalism and National Identity Canada India, Interdisciplinary Perspectives*: Columbia, South Asia books 1994, Reeta Saxena, *Situating Federalism Mechanisms of Intergovernmental Relations in Canada and India*, New Delhi Monohar Books, 2006.

ভারত ও কেবেকের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব প্রতিকুলতার সৃষ্টি করেছে রাজনৈতিক মেলবন্ধনের (3)কেবেকে ভারতের সম্পর্কে অপ্রতুল গবেষনা যা অনুপ্রেরিত করে নি গবেষক এবং শিক্ষায়তন এর মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে।

বর্তমান ঐতিহাসিক নথি অনুসারে শান্তবিপ্লবের" সময়ে কেবেকে উপনিবেশিক অপসারণের ধারণার আবির্ভাব হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়কালীন ফরাসি কানাডিয়ানরা খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করত <উপনিবেশবাদের অপসারন>, এই শব্দটিকে, সেকালের অসংখ্য পত্রিকায় কেবেকের উপনিবেশিক অবস্থানকে ব্যক্ত করা হয়। .যেমন *Le Québec est-il une colonie?* (Is Quebec a colony ?, Raymond Barbeau, 1962); *Le colonialisme au Québec* (Colonialism in Quebec, André D'Allemagne, 1966); *Parti pris* (1964), এই সমস্ত পত্রিকাগুলি লড়াই করেছে একটি সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন কেবেক গঠন করার জন্য। .ভারতীয় সংবিধানের[6] থেকে তিনটে বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথম বছরে এই সমস্ত প্রকাশনার উদ্দেশ্য ছিল সমর্থন করা একটি ধারণাকে যে কেবেক একটি উপনিবেশের অধীনে এবং যার মুক্তির জন্য সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন। বুদ্ধিজীবীরা যেমন -Pierre Maheu, Paul Chamberland, Jean-Marc Piotte, André Major এবং লেখকেরা Hubert Aquin, Gaston Miron ও Gérald Godin যারা ব্যক্ত করেন কানাডার উপনিবেশিক অবস্থানকে এবং তারা প্রস্তাব রাখেন একটি নবজাগরণের এবং স্বাধীন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের[7]। Charles Gagnon, *En lutte!* (Struggle !), সংগঠনের সাধারণ সচিব উল্লেখ করেন যে *Partipris* র লেখকেরা একটি নুতন জাতীয়তাবাদী ধারনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। এটি যেন "উপনিবেশের মধ্যে সামাজিক অগ্রগতির বাহক[8]"। *Liberté* পত্রিকার পরিচালক হয়ে Aquin 1957 সালে প্রকাশ করেন লেখক Albert Memmi লেখা *Le Portrait du colonisé,* Portrait of a colonized), এই লেখকের সাথে তার আলাপ হয় *À l'heure de la décolonisation* (Decolonization time), নামক ছবির প্রস্তুতির সময় ছবিটি প্রস্তুতকারক ছিলেন L'Office national du film du Canada[9])The National Film Board of Canada). *Le Portrait du colonisé* এর ফরাসি কানাডিয়ান সংস্করণটির প্রকাশ পায় 1963সালে দক্ষিণ কানাডায় Raoul Roy এর প্রেসের অধীনে। যিনি ছিলেন *Revue socialiste* এবং des *Cahiers de la décolonisation* এর সম্পাদক1964 . সালের গ্রীষ্মকালে *Parti pris* প্রকাশ করে একটি বিশেষ সংখ্যা যার শিরোনাম ছিলো *Portrait du colonisé québécois* যার মধ্যে Chamberland এর ("De la damnation à la liberté", From damnation to liberty) এবং Maheu র" L'Œdipe colonial'' উল্লেখ করা হয় কেবেকোয়া শব্দটি ফরাসি কানাডিয়ান এর পরিবর্তে।

বহু লেখক উল্লেখ করেছেন যে বিশেষত শান্তবিপ্লবের মূল্যায়ন সহিত্যে হয় আর যা যুদ্ধের পরে, উপনিবেশিকবাদের অপসারণের নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। Sandra Hobbs[10], এর অনুসারে কেবেকে লেখার গঠনগত পরিবর্তন হয় 1950এর দশকে। যখন লেখকেরা পরিত্যগ করেন বেঁচে থাকার আদর্শকে তাদের লেখনি ও পরিচয় থেকে, এবং তারা গ্রহণ করে বিশ্বের উপনিবেশিক সংগ্রামের আবেগকে। বলা হয়েছিলো যে বহু প্রবণতার অস্তিত্ব আছে কেবেকের প্রতিরোধমূলক সাহিত্যে, এই প্রবনতা কে দুটি ভাবে ব্যাখা করা যায় যেমন, আনুষ্ঠটিক বিরোধীতা উপনিবেশ স্থাপকদের প্রতি, অপরটি উপনিবেশিক অবস্থানের হুবহু বর্ননা করাদ। অবশেষে যা রুপ নেয় একটি আন্তর্জাতিক সংগ্রামের। Homi Bhabha[11] যিনি বিকশিত করেন " hybridity'' অর্থাৎ বর্ণ সঙ্করতার ধারণকে, যার অনুসারে উপনিবেশিক প্রতিরোধ একটি সম্পূর্ণ আধুনিক যা পরম্পরাহীন ও পরিবর্তনশীল। Hobbs এবং Bhabha র মতানুসারে শান্ত বিপ্লবের জাতীয়তাবাদের ধারণা যাকে অবলম্বন করে গঠিত হয়েছে বর্ণসঙ্করতার ধারণা কারন এটি দাবী করে একটি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক পরিচয়ের 1970-1947)

---

[6]Pierre Luc Begin, "Partis pris: un phénomène majeur inconnu", *Québec français*, no. 153 (Spring 2009), p. 48-50.

[7]Nicole Laurain, "Genèse de La sociologie Marxiste au Québec " *Sociologie et société*, vol. 37 no.2 (Autumn 2005), p. 183-207.

[8]Charles Gagnon, "Il était une fois… Conte à l'adresse de la jeunesse de mon pays" *Bulletin d'histoire politique*, vol. 13, no.1 (Autumn 2004), p. 45.

[9]Guylaine Massoutre, *Itinéraire d'Hubert Aquin*, Montréal, bibliothèque québécoise, 1992, p. 124.

[10]Sandra Hobbs, "De l'opposition a l'ambivalence : la théorie Postcoloniale et l'écriture de la résistance au Québec" *Québec studies*, vol. 35 (Spring-Summer 2003), p. 99-111.

[11]Homi Bhabha , *Les lieux de la culture , une théorie postcoloniale*, Paris, Payot, 2007.

দশকের উপনিবেশিক আন্দোলনকে ঘিরে.(ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্বে দুটি ভূখণ্ড যারা ইংরেজদের উপনিবেশ ছিলেন যাদের নিয়ে একাধিক ঔপনিবেশিক গবেষণা করা হয়েছে যার আলোকপাত করা হয়েছিলো ফরাসি কানাডার প্রান্তিক অস্তিত্বের পরিচয় এবং ভারতের উপনিবেশিক বিরোধীতার উপর। ফরাসি কানাডার বর্ণসঙ্করতার ও জাতীয়তাবাদী ধারণকে ভারতের উপনিবেশিক পরিচয় এর ধারণার থেকে নেওয়া হয়েছে যা ঘোষণা করে 1947 সালের স্বাধীনতা এবং অবসান ঘটায় উপনিবেশবাদের। এই ভাবে ভারত চিহ্নিত হয় উপনিবেশবাদের অপসারণের উৎস হিসাবে যাদের এই সংগ্রাম বিশ্বের মানুষের কাছে নজির বিহীন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে .Linda Hutcheon[12] সংক্ষিপ্ত করেন যে এই পরিচয়ের নিয়ন্ত্রণ জরুরি . কারন উপনিবেশএর পরিবর্তনশিল অবস্থা যা সিমবদ্ধ করে মানুষের তুলনাকে এইভাবে .ফরাসি কানাডিয়ানদের সাথে ভারতীয়দের তুলনা যা জটিল হতে পারে। এই জটিলতা কে উপেক্ষা করার জন্য গবেষণা করা উচিত ভারত ও কানাডার রাজনৈতিক সম্পর্ককে, ফরাসি কানাডা ও ভারতের উপনিবেশিক অবস্থানের বিশ্লেষণের পরিবর্তে। Memmi তার অনিচ্ছা যে কেবেকে উপনিবেশ হিসাবে চিহ্নিত করা, যা দেখা যায় তার নিজ পর্যবেক্ষণ থেকে। অপর দিকে ফরাসি কানাডার উপনিবেশিক বিরোধী ধারণার গ্রহণকে নিঃসন্দেহে বলা যায় শান্তবিপ্লব ও সাহিত্যর যোগসূত্র।

ভারতের স্বাধীনতার সময়কালীন ফরাসি কানাডার জাতীয়বাদ বিবর্তিত হয় আন্তর্জাতিক উপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলনের ধারণায়। 1940 দশকের অনেক ঘটনাই এই বিবর্তনের কারণ বহন করে। যেমন -*Refus global* আন্তর্জাতিক প্রত্যাক্ষান, মানুষের অধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণা, জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা, নিবিড় অভিবাসন ইত্যাদি, ভারতের স্বাধীনতা ও চূড়ান্ত উপনিবেশিক বাদ বিরোধী আন্দোলন যা প্রথমে এশিয়া ও পরে বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পরে. ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পাশাপাশি আমরা উল্লেখ করছি ইন্দোচিনের যুদ্ধ এবং মাওসেতুং এর মাধ্যমে চিনের পুনরসংহতি ফিরে আসাকে। 1947 সালে স্বাধীনতার কিছু সপ্তাহ আগে জহরলাল নেহেরু উপনিবেশিক বিশ্বে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন এর আয়োজন করেন। আন্তর্জাতিক ইতিহাসে এই প্রথম সম্মেলন যা অনুপ্রেরণা দেয় অন্যান্য সম্মেলনের সংঘটিত হওয়া কে যাতে শুধু মাত্রই প্রাচ্যই সারা দেয়নি, আফ্রিকা এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে এর প্রভাব ছড়িয়ে পরে। দ্বিতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারী 1949 সালে নয়াদিল্লীতে যার মূল লক্ষ্য ছিলো নেদারল্যান্ডস এর ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করার দাবী1950 সালের1 লা জানুয়ারীর আগেই।1940 এর দশকের শেষে ভারত চিন ও ইন্দোনেশিয়ার উপনিবেশিক আধিপত্যের বিনাশ হয় এবং তারা স্বাধীনতা লাভ করে। যখন ফরাসি কানাডায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যা উৎসাহিত করে লণ্ডন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রজাতন্ত্র হয়ে ওঠার সাংবিধানিক রাজতন্ত্র কে ত্যাগ করে। এই আন্দোলন একটি প্রতীক হয়ে দাড়ায় ইংল্যান্ডের ক্ষমতার অবসানের এবং কানাডায় মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশ যা উপনিবেশিক দুনিয়ায় বিবর্তন আনে।

এই জাতীয়তাবাদী কানাডিয়ান নবজাগরণ যা ইংরেজ উপনিবেশবাদ কে ত্যাগ করে ও বর্ণসঙ্করতার (hybridity) পরিচয় কে গ্রহণ করে. ফরাসি কানাডায় যা প্রকাশ পায় প্রজাতান্ত্রিক নীতির প্রতিষ্ঠা ও প্রতীক প্রদান করা, যেমন পতাকা ও জাতীয়সংগীত। এই ভাবে আস্তে আস্তে ইংরেজ রেফারেন্সের পরিবর্তে আমেরিকান মহাদেশের মধ্যে ফরাসী কানাডিয়ানরা। কেবেকোয়া.. নামক নতুন পরিচয় কে গ্রহণ করে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যা বহু বুদ্ধিজীবিদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে । যে ফরাসি কানাডা ভারতের উদাহরণ কে অনুসরণ করে অনুসন্ধান চালায় লণ্ডনের শক্তিশালী স্বায়ত্তশাসনের। অনেকেই প্রস্তাব রাখেন ভারতের মত একটি স্বাধীনতার। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদসংস্থা গুলি গবেষণা চালায় যা প্রদর্শন করে যে উপনিবেশবাদের বিরোধী মতবাদ যা বিবর্তিত করে ভারতের থেকে সংযোজিত জাতীয়তাবাদী ধারণাকে। আর এই সংযোজন ফরাসি কানাডাতে মানুষের কাছে বর্ণসঙ্করতার পরিচয়ের ঐতিহাসিক স্তরের মর্যাদা পায় আর এর প্রভাব বাহিরেও ছড়িয়ে পরে।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ : যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যা বহু দিনের একটি ঐতিহ্য। অনেক জাতীয়তাবাদী ফরাসী কানাডিয়ানরা প্রায়ই বর্ণনা করেছেন তাদের বিরোধীতা সম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে যার লক্ষ্য ছিলো ব্রিটিশ সাম্যাজ্যবাদের বিরোধীতা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় Boers যুদ্ধ ও মহা যুদ্ধ। Andre Laurendeau এর তত্বাবধানে 1943 -1937 সালে. *L'Action nationale* নামক পত্রিকা যা তীব্র প্রতিবাদ করে যুদ্ধের ধারণাকে। Laurendeau অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন গান্ধি ও তার দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন উপর। দুটি প্রবন্ধ তিনি গান্ধিজিকে উৎসর্গ করেছিলেন, প্রথমটি ছিলো

[12]Linda Hutcheon, "Circling the Downspout of Empire: Post-colonialism and Postmodernism", *ARIEL: A Review of International English Literature*, vol. 20, n° 4 (1989), p. 149-175.

জীবনীমূলক অপরটি ছিলো গান্ধিবাদী অসহযোগ এবং অহিংস রাজনীতি। সত্যাগ্রহের সম্পর্কে Laurendeau ব্যাখ্যা করেন গান্ধি রাজনৈতিক কার্যকলাপ কে অনেকটা এই ভাবে লণ্ডন প্রতিশ্রুতি দেয় ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকার উপর আধিপত্যতা করার যা Boers যুদ্ধের জয় লাভ এর পরে ,ভারতীয়দের আগের চাইতেও বেশি হয়রান হতে হয়।

বিশেষত 1917 র আগষ্টে রাষ্ট্রের সচিব E.S. Montagu ভারতের হয়ে প্রতিশ্রুতি দেয় একটি দায়িত্বশীল সরকারের এবং কোন রাষ্ট্রই Wilsonian gospel 14 দফা অধিকার গ্রহণ করেনি, মানুষের নিজের অধিকার নিজেই অর্জন করা যা একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করে যাতে লণ্ডনের ভুমিকা ছিলো শান্তি স্থাপন করা, একনায়কত্ব যুদ্ধের সময়ে[13]।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন কে অসহযোগ আন্দোলনের এবং আইনঅমান্য ব্যাখ্যা করে Laurendeau একটি সমান্তরাল যুদ্ধ বিরোধী ধারা প্রস্তাবিত করে। তিনি জাহির করেন : "যদি আমি নায়কত্ব পাই তাহলে যা আমাকে আক্রিষ্ট করবে গান্ধিজির প্রতিরোধের পথ[14]। গান্ধিজির দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে তিনি বলেন" সংক্ষিপ্ত ভাবে গান্ধিজির গান্ধিবাদের বর্ননা করা প্রকৃতই জটিলতর। আমি সত্যের বিরুদ্ধে কোনো কিছুই মন্তব্য করতে চাই না। আর এই সত্যতা হলো মহাত্মার প্রতি ভালো বাসা"[15]. তিনি গান্ধিজির অহিংস আন্দোল্ন কে একটি বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন।

সত্যাগ্রহ কি? যার একটি অগভীর চিত্রণ এখানে করা হয়েছে ,সরকার প্রস্তুত করে এমন একটি আইনের যা আপনার অবিচার মনে হয়। আপনি তখন চেষ্টা করেন এই আইনের বিরুদ্ধে মতবাদ গড়তে। আপনি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন রাষ্ট্র নায়ক কে যাকে আপনি অমান্য করেন।

এর সব কিছু জেনেও সরকার আপনাকে গুরুত্ব দেয় না। তারা তাদের আইন কে নির্বাচিত *করে*, আপনি যাকে লঙ্ঘন করেন স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে। সরকার আপনাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। যা আপনি স্বীকার করেন, বল পূর্বক কাজ করানোর সত্ত্বেও, কোনো হিংসা কোনো ঘৃণা না করে অত্যাচারীর প্রতি। যা অবগত করে সরকার কে যে আপনি একজন সৎ নাগরিক যে সাধারনত মান্য করে আইন কে যা যথার্থ, আর তা না হলে আপনি তা অমান্য করেন ভালো বেসে।

আপনার শাস্তি মুকুব করা হয়, সরকার আপনাকে মুক্ত করে. আপনি এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে, যেখানে নেই কোনো অসুবিধা আপনার পরিবারিক দিক থেকে, না আপনার দৈনিক প্রয়োজনীয় সামগ্রির স্বল্পতা। আপনি আপনার নিজ মতবাদে স্থির, আপনি শুধু মাত্র আইন অমান্য করতে চান[16]।

এরকমই একটি অবস্থায় প্রথাগত যুদ্ধবিরোধিতা যা একটি আন্তর্জাতিক স্থান পায় যখন ফরাসি কানাডিয়ান সেনারা প্রত্যাখান করে তাদের পরিসেবা দিতে বিশ্বের শান্তিবাদীদের আন্দোলনের প্রতি. এই ভাবেEdmond Lemieux *L'Action nationale* এ বর্ণনা করেন বহু আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলন যার একটি সমান্তরাল দিক তুলে ধরার চেষ্টা হয়, ফরাসি কানাডায় এই যুদ্ধ বিরোধীতা গান্ধিজির বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে শান্তি মূলক আন্দোলনের বিশেষত প্রকাশ হয় প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরে,)এটি ছিলো গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ ও ফ্যাসিবাদের উত্থানের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ (যার অন্যতম প্রবক্তা হলেন গান্ধিজি[17]।

1930 সালের শেষের দিকে জার্মানির সামরিক শক্তির বিকাশ যা বিশ্বের কাছে সম্রাজ্যের প্রতিরোধের ঘোষণা করে। Anatole Vanier *Ligue d'action nationale* এর সভাপতি যিনি মন্তব্য করেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যরা

---

[13]André Laurendeau, "Qui est Gandhi গান্ধি কে ?*গান্ধি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য* Gandhi et l'Empire britannique", *L'Action nationale* (April 1943), p. 301.

[14]André Laurendeau , *La crise de la conscription :1942 বাধ্যতামূলক ভাবে বাধ্যতামূলক সামরিকবাহিনীতে যোগদান* মন্ট্রেয়ালের সংস্করন Montréal, Editions du jour, 1962 p-151. Thoreau écrit la désobéissance civile en 1849 গান্ধি অনুপ্রাণিত হযেছিলেন ফরাসি ও আমেরিকান বংশভুত Henry David Thoreau যিনি প্রত্যাক্ষান করেন কর দিতে একটি দাসত্ব সরকারকে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ,Thoreau লেখেন গন অসহযোগ 1849 সালে

[15]André Laurendeau, "Qui est Gandhi গান্ধি কে ?*গান্ধি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য* Gandhi et l'Empire britannique", *L'Action nationale* (April 1943), p. 301.

[16]*Ibid.*, p. 292.

[17]Edmond Lemieux, "De la paix au pacifisme ? " শান্তি থেকে শান্তিবাদ *L'Action nationale* (October 1949), p. 127 - 128 ইটালিক হরপে লেখা।

নেহেরু ও গান্ধি বিবেচিত করেন" ইংরেজ সাম্রাজ্যের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার[18]। কানডাতে আমরা দেখতে পারি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের কখন পক্ষে ও কখনবা বিপক্ষে এবং আমরা মন্তব্য করি যে পুরানো সংগঠনগুলি যারা ক্ষমতার গুরুত্ব দেননি নিজেদের ঢাক বাজানো ছাড়া, যাকে অনেকটা ব্যাখা করা যায় অনেকটা এই ভাবে আমরা বর্তমানে সম্রাজ্যবাদের " বিরোধী আন্দোলনের সাক্ষী[19]" Georges Pelletier[20] বলেন ক্রমশই আস্তে আস্তে সংগঠনগুলি তাদের বিভিন্ন প্রচার মঞ্চে কানাডিয়ান ধারণার মূল্য প্রদান না করাটা সম্রাজ্যবাদের প্রচার বলাই যেতে পারে,"একই ভাবে ভারতের মহারাজারা সাম্রাজ্যবাদের মধ্যস্থার কাজ করতো।"

জর্মানির ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা যা কারন বহন করে ভারতের সংঘাতে জরিয়ে পরার. অধিকাংশ ফরাসি কানাডিয়ান জাতিয়তাবাদি এবং ভারতীয় নেতারা যেমন নেহেরু ও গান্ধিজি প্রত্যাখান করে মিত্র শক্তির যুদ্ধে সামিল হওয়া কে যাতে করে ভারত অংশগ্রহণ করতে পারে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা র আন্দোলনে। *L'Action nationale* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় একটি প্রবন্ধ যার শিরোনাম ছিলো **যুদ্ধের ক্যলেণ্ডার**[21] "Calendrier de guerre" যার অনুসারে কংগ্রেস এর কর্মীরা পাটনাতে সংঘটিত হয় তাদের লক্ষ্য ছিলো ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং তারা ঘোষিত করে "হিন্দু স্বাধীনতা কোনোভাবেই অস্তিত্ব পেতে পারে না ইংরেজ সাম্রাজ্য বাদের বলয় এর মধ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হওয়া বিভাজনের সম্ভবনা কে আহবান করে। *L'Action nationale* গঠন করে একটি তৃতীয় সংগঠন এই বিভাজনের বিরোধিতা করার জন্য)। লিবারেল পার্টি, কনজারভেটিভ পার্টি *Le parti liberal, le parti conservateur*) ঐতিহাসিকনথী অনুসারে Laurendeau পরিচালনা করে কেবেকের জনপ্রিয় ব্লগ কে। একটি রাজনৈতিক সংগঠন যা বিভাজনের বিরোধীতা করে .Denis Monière বলেছিলেন "Laurendeau সম্পর্কে কানাডার ভারতের " উদাহরণকে অনুসরন করা ও নিরপেক্ষতা কে গুরুত্ব দেওয়া যা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে খুবই সন্তোষজনক"[22]। Laurendeau লেখেন।

এটা অবগত হওয়া উচিত সেই সমস্ত মানুষদের যারা নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, আয়ারল্যান্ড লাভ করে de Valera কে, ভারতের গান্ধিজি ও নেহেরু এবং পর্তুগালের Salazar , এই সমস্ত উদাহরণগুলি উত্তর দেয় সেই সমস্ত শ্লেষ যা আমরা খুজছি। এনারা প্রত্যকেই আমাদেরকে প্রকৃত নজির প্রদান করেছেন বিভিন্ন দিক থেকে। এনাদের ধারণা আমাদের দেখায় কিভাবে সফল করা যায় আন্দোলনকে যা বাস্তববাদীরা বুঝতে পেরেছিলো
" অসম্ভব"[23]

ভারতের উদাহরণ দিয়ে যুদ্ধ ও বিভাজনের বিরোধীতাকে আইন সংগত ব্যখা করে *Le Devoir* ও *L'Action nationale* এর বুদ্ধিজীবিরা, তারা অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকার হওয়া একটি শান্তিবাদী আদর্শকে। গান্ধিজির ব্যক্তিত্ব যা সর্বসম্মতি পেয়েছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক আন্দোলনের। এই গান্ধিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আরো অনেক প্রতিযোগিতামুলক মতবাদের আবির্ভাব হয় ভারতীয়দের বিষয়ে। যুদ্ধের পরে *L'Action nationale* প্রকাশ করে Franc Emmanuel এর একটি বড় প্রবন্ধ যার শিরোনাম ছিলো "দৃঢ় শান্তিবাদ"<< Le pacifisme des forts >> যাতে তিনি গান্ধিজিকে বর্ণনা করেন শান্তির প্রতিলিপি।

সালে 1948গান্ধিবাদ এর বিরুদ্ধে ক্ষীন ভাবাবেগের উন্মেষ হয় একদলীয় ক্ষমতায়, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভয়াবহ আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করা হয়"। লেখক মন্তব্য করেন "আমাদের প্রজন্মের কাছে উত্তর পাওয়া যাবে,

---

[18]Antole Vanier, "Politique extérieure", বাইরের রাজনীতি *L'Action nationale* (February 1937), p. 94.
[19]*Ibid.*, p. 95.
[20]Georges Pelletier, "La propagande impérialiste" সাম্রাজ্যবাদের প্রচার *L'Action nationale* (June 1939), p.496-497.
[21]**যুদ্ধেরক্যলেনডার** "calendrier de guerre à travers le Commonwealth" *L'Action nationale* (June 1940), p. 474.
[22] Denis Monière, *André Laurendeau et le destin d'un peuple*, Montréal, *André Laurendeau এবং মানুষের নিয়তি* Québec Amérique, 1983, p. 159.
[23] André Laurendeau, "L'impossible de troisième parti" তয় সংগঠনের অসম্ভবতা *L'Action nationale* (April 1941), p. 273.

তারাই খুঁজবে মতবাদের সূত্র এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে মানবতাকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ,দুর্ভিক্ষ ও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের থেকে মুক্ত করার[24]।

ভারতের স্বাধীনতা ও উপনিবেশবাদের অপসারণ : ভারতের স্বাধীনতা বিপুলভাবে বিশ্বের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিবর্তন আনে যা প্রায়শই এই অবস্থানকে হিংসার সাথে তুলনা করে বিদেশী শক্তির অর্থনৈতিক শোষণের স্বীকার, উপনিবেশের অধ্যুষিত মানুষেরা নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রের দ্বারা, যা শোষণ কে সমর্থন করে। কারন অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপনিবেশের অধ্যুষিত মনুষেরা উপনিবেশিকতার অবসানের জন্য সমাজতন্ত্রর ভূমিকা কে সামিল করে। কারন উপনিবেশিক রাষ্ট্রর ধর্মই হলো ধনের পুনরবন্টন করা এবং যার থেকে কোনো কিছুই শোষিত অর্থনীতিতে প্রদান না করা যা অনেকের কাছেই হিংসাত্মক অনুভূত হয়। যদি কোনো রাষ্ট্র তার পুরাতন উপনিবেশের থেকে অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়ে যায় যা আমরা) (অনেকক্ষেত্রেই দেখেছিএই উপনিবেশ সমুহের উপর অর্থনৈতিক চাপসৃষ্টি যাকে neocolonialism বলা যায়। জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ায় তিব্রতর করে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনকে। একাধিক সহানুভূতিশীল ফরাসি কানাডিয়ানরা সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষপাতীনন, কিন্তু উপনিবেশবাদের বিরোধী কোনো সংগঠনের ক্ষমতায় আসা কে মান্যতা দেওয়া হয়. *L'Action nationale* বর্ণনা করে জাতীয়তাবাদকে স্বাধীনতার সহিত, একটি রাষ্ট্র যে আধিপত্যতার স্বীকার আর যে আন্দোলন করে নিজের অধিকারের গান্ধিজির উদাহরণকে অনুসরণ করে, এটি প্রমাণ করাটা খুবই কঠিন যে গান্ধিজির জাতীয়তাবাদ উৎসর্গ করে বলপূর্বক সার্বভৌমত্বাকে। বরং এটি একটি শান্তিবাদী অহিংস ভাবধারণা, আক্রমণ থাকা স্বত্ত্বেও তার প্রতিরোধ করা নীতির বিরোধী। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যতা যা বলপূর্বক সার্বভৌমত্বাকে সম্মতি দেয়, যেটা খুবই সৌভগ্যের যে এহেন আন্দোলন খুবই নগন্য যেমন কানাডাতে অধিকাংশ রাজনীতিই বশ্যতাপূর্বক কিছু মানুষের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের জন্যে[25]।

শান্ত বিপ্লবের প্রথম দিকে *L'Action nationale* এর Jacques Poisson উল্লেখ করেন উপনিবেশ সাম্রাজ্যের পতন "la fin du regime colonial" (End of the colonial regime), প্রবন্ধে তিনটি সংগঠন যার উপনিবেশিক বিরোধী জাতীয়তাবাদকে তুলে ধরে। যারা হলেন L'Alliance laurentienne, L'Action socialiste যারা কেবেকের স্বাধীনতা ও জাতীয় আন্দোলনের জন্য আন্দোলন করে[26]। তার মতে এই সংগঠনগুলি উপনিবেশবাদের বিরোধী জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত হয় উপনিবেশ বাদ বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা যা বহন করে ভলো মন্দের সংমিশ্রনে একটি বার্তা যেমন পরিবর্তন ও রক্ষণশীলতা।

ভারতও নন এলাইন মেন্ট আন্দোলনের প্রবক্তা যা অনেকের কাছে সত্য নয়। তার বাহিরের রাজনীতি যা প্রতিফলিত করে গান্ধিবাদের উদ্দেশ্য কে যা যুদ্ধ কে বর্জন করে.এছারাও ভারত ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় প্রদর্শন করে উপনিবেশিক রাষ্ট্রসমুহের কাছে যে মহাশক্তির থেকেও স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। গণতান্ত্রিক চরিত্রের থেকে ভারত নির্যাতিত মানুষের প্রতি একটি মূল্যবান মূখপাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের আন্তর্জাতিক অবস্থান যাকে কেন্দ্র করে প্রশংসাত্মক মন্তব্যে করেছে বহু জাতীয় স্তরের ফরাসি কানাডিয়ান সংবাদ মাধ্যমে যা জাগিয়ে তোলে এশিয়ার অত্যাচারিত মানুষের মধ্যে সাধারণ চেতনা। Roger Duhame। লিখেছিলেন যে ভারতের গণতন্ত্রের আদর্শ যা প্রতিস্থাপিত হয়েছে আমেরিকার বিপ্লবে এবং ভারতের স্বাধীনতা একটি দৃষ্টান্ত মূলক উদাহরণ যা বিশ্বের অন্যান্য সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য।

আমরা কখনও মৃদু ঠাট্টা করি আমেরিকান ভাবাবাদের সরলতা কে। কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখে না, প্রকৃতই কি এটি মানবতার সপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নজির সৃষ্টি করেছে? যখন আমারা ঝুঁকি নিয়ে স্বার্থপরতাকে আপন করেনি তাহলে ভাবা উচিত আমাদের মহান প্রতিবেশি রাষ্ট্রর কথা যারাও ভুল করেছিলো, কিন্তু তার সত্ত্বেও তারা তাদের রাষ্ট্রকে ফিরে পাওয়ার দাবীতে অনঢ় ছিলো। এই পরিপ্রক্ষিতে, ভারতের আন্দোলন যার মূল্যবান প্রতীককে আমরা আবিষ্কার করেছি যা ক্রমশই বিশ্বের সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনবে, আনবে ন্যায় ও কুশলতা, যা অত্যন্ত প্রসংশনীয় হবে।[27]

---

[24]Frank Emmanuel, "Le pacifisme des Forts" শক্তিশালীদের শান্তিবাদ *L'Action nationale* (October 1949), p. 131-148.
[25]"Entre deux mots" দুটি শব্দের মধ্যে *L'Action nationale* (June 1945), p. 485.
[26]Jacques Poisson, "Fin du régime colonial" উপনিবেশিকসাম্রাজ্যেরঅবসান *L'Action nationale* (February 1961), p. 508-522.
[27]Roger Duhamel, "Courier des lettres : la révolution de l'Inde" *L'Action nationale* (April 1945), p. 305-306.

সমস্ত ফরাসি কানাডিয়ান পত্রিকায়, যেমন *Le Devoir* এ বিষদ ব্যাখা করা হয় ভারতের স্বাধীনতা কে নিয়ে। জাতীয়তাবাদের প্রবণতা কে এই পত্রিকাটি ভালোভবে চিনেছিলো। ভারতের সম্পর্কে একাধিক সম্পাদকীয়তে স্পষ্টভাবে দেখানো হয় ভারতের স্বাধীনতর প্রতি সহানুভূতি, দুটি যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। Paul Sauriol, Omer Herouxএবং Pierre Vigeant সম্পাদকীয় তে ফরাসি কানাডার ভারতের জাতীয়তাবাদী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী আন্দোলনকে উদাহরণ হিসাবে নেওয়ায় ভূয়সি প্রসংশা করেছে। একটি প্রবন্ধে Sauriol উল্লেখিত করেন যে ভারতের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যা বিশ্বের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি নেহেরুর বক্তৃতা কে উক্তি করেন নেহেরু ঘোষণা করেছিলেন "সারা বিশ্বের অত্যাচারিত মানুষের একটি আন্দোলন যাকে আমরা কখনই হারাতে দেবো না"[28] Sauriol মনে করান যে আটলান্টিকের মৌলিক আইন সমস্ত মানুষের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়, ভারতের সাম্প্রদায়িকতা থাকার সত্ত্বেও।" যদি একটি বড় শক্তি প্রদর্শন করে বেশী আন্তরিকতা তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তারা তাদের উপনিবেশ বিস্তারে, তাদের পরামর্শের প্রয়োজন হয় যদিও তাদের কাছে ইউরোপের ঘটনার সম্বন্ধে জানা খুব জটিল নয়[29]''.

Sauriol আহ্বান জানায় ফরাসি কানাডিয়ান দের "এশিয়ার দেশগুলির থেকে স্বাধীনতার থেকে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা"[30], তার সহকর্মী Omer Heroux তার মন্তব্য কে বিবেচনা করে বলেন যে ভারত ও বার্মার স্বাধীনতা "খুব সুন্দর ভাবনার বিষয় ভিত কানাডিয়ান দের কাছে "

ইংরেজ সরকারের এই বিবৃতি যা কারোর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি শুধু মাত্র সাম্রাজ্য অথবা রাষ্ট্রমণ্ডল ছাড়া। এই সাম্রাজ্যবাদী স্বীকারোক্তির যে বার্মার স্বাধীনতা প্রাকৃতিক যার ভীত ফরাসি কানাডিয়ানরা অনুসরণ করতে চায়.সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিজেস্ব রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা যা কানাডিয়ান দের উদবুদ্ধ করে[31]।

Pierre Vigeant অনুভব করেন ভারতের স্বাধীনতা যেন একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। তিনি লেখেন" ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা যা সমস্ত জায়গায় অনুবাদিত হয়েছে প্রথম সাম্রাজ্যের পতন যা চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছায় শতাব্দি 19তে"[32], ভারতের স্বাধীনতা উপনিবেশের অবসানের ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটায়। এই উপনিবেশের অবসান জন্য প্রায় বছর কেটে যায়। অন্যান্য পত্রিকায় যেমন *La Tribune, Le Canada,* ও *L'Action Catholique* ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে ব্যাখা করা হয়। এই সমস্ত পত্রিকায় দাবী করা হয় যে এই ঘটনা একটি মনস্তাত্ত্বিক ভাবে ইতিহাসের পরিবর্তন নিয়ে আসে। *La Tribune* উল্লেখিত হয় "এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা"[33] এবং *Le Canada* তে বলা হয়।

15ই আগষ্ট দিনটি যা ঐতিহাসিক মর্যাদা রাখে এবং একইভাবে এটি 4 জুলাই বিশ্বখ্যাত দিন আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস হিসাবে, আবার 14 জুলাই দিনটি ফ্রান্স প্রজাতন্ত্রে প্রতি বছরেই পালিত হয় বাস্তিল দূর্গর পতন হিসাবে। সরকারের পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয় শান্তির মাধ্যমে.এই ধরণের পদক্ষেপ আগে কখন নেওয়া হয়নি এবং যা নিঃসন্দেহে বলা যায় ইতিহাসের স্মৃতিতে স্থান পায়।[34]

L'Action catholique সংযোজিত করে ভারতের"স্বাধীনতার এই বিবর্তন যা যুদ্ধের অন্যতম কারন বহন করে, নীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য জাতিসংঘ লড়াই করে।"[35] এই ভাবে Wilson এর পরিকল্পিত মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাস্তবায়িত হয়। একই ভাবে শিরোনামে আসে আটলান্টিক চুক্তি (Atlantic Charter) পূর্বের চুক্তি প্রস্তাবিত করা হয় (Asian Charter) যার মধ্যে ভারত ও ছিলো নতুন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান।

---

[28]Paul Sauriol, "Aux Indes –la lutte d'un pays contre l'impérialisme" *Le Devoir,* 28 Septembre 1945.
[29]Paul Sauriol, "Les traits balkaniques seront-ils étudies à trois ou cinq" *Le Devoir,* 28 septembre 1945.
[30]Paul Sauriol, "La Birmanie en Marche vers l'Independence" *Le Devoir,* 29 Janvier 1947.
[31]Omer Heroux, "Nous ne souhaitons retenir personne contre son gré dans l'empire et le Commonwealth, beau sujet de méditation pour les canadiens trop timides" *Le Devoir,* 23 December 1946.
[32]Pierre Vigeant, "Les puissances coloniales européennes contraintes de se traiter de l'Asie" *Le Devoir,* 15 August 1947.
[33] Editorial, "L'independence de l'Inde" *La Tribune,* 15 August 1947.
[34]Guy Jasmin, "Deux nouveaux dominos" *Le Canada,* 16 August 1947.
[35] Louis-Philippe Roy, "300 millions d'hommes émancipés " *L'Action catholique,* 14 August 1947.

François-Albert Angers যিনি *L'Action nationale* লেখেন" এটি উল্লেখ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ফরাসি কানাডিয়ারদের ইচ্ছা ছিলো ভারতের স্বাধীনতার হয়ে প্রচার করা[36]"Anglo Canada একটি বড় প্রবন্ধতে লেখা হয় ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন এর পরিপ্রেক্ষিতে। *L'Action nationale* বর্ণনা করা হয় "স্বায়ত্তশাসনের সমর্থকদের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সংগঠিত হওয়া যা উপনিবেশের শাসকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছিলো, আমরা সব সময়ই ভারতের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি ব্যক্ত করেছি[37]। "Leopold Richer তিনি *Notre Temps* নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় দাবি করেন যে ভারত এশিয়ান ফেডারেশনের প্রাকৃতিক আকর্ষণের কেন্দ্র যার ফল স্বরুপ সম্ভাবনা দেখা যায় রাজনৈতিক এবং প্রাকৃতিক প্রভাবের। "

মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রচেষ্টা যা প্রত্যেকটি জাতি ও মানুষের মধ্যে গভীর ভাবে নিহিত আছে। প্রতিকূল পরিস্থিতি হওয়ার সত্ত্বেও মানুষেরা বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের চেষ্টা কে কেন্দ্রিভূত করেছে এশিয়ান ফেডারেশনের গঠনকে। বিংশ শতকের শেষে বিশ্বের এই প্রান্তে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে।[38]

ভারতের স্বাধীনতার সমালোচকদেরও দেখতে পাওয়া যায় ফরাসি কানাডিয়ান সংবাদ মাধ্যমে। *La Presse* পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় বহু প্রতিবেদন যা সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে বলা হয় এবং বিভাজনকে বিপদজনক আখ্যা দেওয়া হয়। Alfred Ayotte অন্যতম একজন যিনি মন্তব্য করেন স্বাধীনতার প্রচেষ্টা যা সমর্থন যোগ্য নয় কারণ এটি বিভাজন নিয়ে আসে[39]। *La Presse* সে বর্ণনা করা হয় ভারতের সাম্প্রদায়িক হিংসা যা স্বভাবতই বিদেশীদের ভাবায় যে "ভারত কি সত্যই স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য যা তারা দাবী করে[40] "*La Presse* যা প্রমাণ বহন করে বিভাজন কে এরানোর ধনাত্মক সুযোগ। সাংস্কৃতিক দ্বৈততাকে উল্লেখিত করে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় অনেক প্রতিবেদন যার ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং ভারতীয়দের বহু দৃষ্টিকোণ কে একত্রিত করা হয় যা বিভাজনের বিরুদ্ধে।

Dr D. P Pandya বলেন ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থনীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা নিরাপত্তা এই সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নতির স্বার্থে একতা প্রয়োজন, তিনি আহ্বান জানায় ভারতের দুই ভূখণ্ড পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান কে পুনরায় একত্রিত হওয়া ঠিক যেমটি হয়েছিলো কানাডার ক্ষেত্রে1867 সালে।[41]

স্বাধীনতার মুহুর্তে *La Presse* এবং *Le Soleil* তে প্রকাশিত হয় কিছু প্রবন্ধ যাতে ইংল্যান্ডের ভারতের প্রতি উদারতার ভূয়সি প্রশংসা করা হয়। *La Presse* ভারতের Commonwealth এ থাকার সিদ্ধান্ত কে প্রসংশা করা হয় কারন মনে করা হয় যে "এটি তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই উন্নয়নের সাথে থাকার এমন একটি সময়ে যখন ছোটো ছোটো দেশের স্বাধীনতা বিপদের কারন নিয়ে আসে"[42] অন্যভাবে এটি খুবই আশ্চর্যকর ঘটনা যে ভারত উপমহাদেশের অবস্থিত হওয়ার সত্ত্বেও ভারত কে ছোটো রাষ্ট্র হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। কেবেকের *Le Soleil* পত্রিকাতে অবমূল্যায়ন করা হয় নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা কে যেমন এটি কোনো ঐতিহাসিক জয় লাভ নয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বরং এটি ব্রিটিশ সংসদের দক্ষতার প্রমাণ যার উপর কেবেক এখনও নির্ভরশীল।

এই বিষয়ে, শুধুমাত্র ইংরেজদের মূল্যায়ন হয় সম্মানের সহিত। এই ভাবে ব্রিটেন প্রথম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যার একটি বাধ্যবাধকতা পালনের থাকে জন সমাক্ষে, মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও সরকারে তাদের প্রভাব রয়ে যায়। এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে যে অন্যান্য উপনিবেশিক দেশ এই উদাহরন এর অনুসন্ধান করাটা।[43]

---

[36]Francois–Albert Angers, "Une lueur d'espoir" *L'Action nationale* (April 1942), p. 233.
[37]Edmond Lemieux, "Témoignage anglo canadien sur la Crise indienne" *L'Action nationale* (September 1942), p. 76.
[38]Pierre George, "Vers un bloc asiatique" *Notre Temps*, 16 August 1947.
[39] Alfred Ayotte, "L'Inde, État démocratique" *La Presse*, 14 May 1946.
[40]Editorial, "Est-on prêt pour l'autonomie" *La Presse*, 20 September 1946.
[41]Bureau United Press, "Les Indiens bientôt unis – entrevue avec le Dr D.P. Pandya" *La Presse*, 6 August 1947.
[42]Bureau United press "Les indiens bientôt unis entrevue avec le Dr D.P Pandia" *La Presse* , 6 August 1947.
[43] Editorial, *Le Soleil*, 15 aout 1947.

ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে কানাডিয়ান সংবাদ মাধ্যম গুলির দ্বিমত আছে। সমস্ত মানুষের কাছে যা গুরুত্ব পায় উপনিবেশের সূচনা হিসাব। ফরাসি কানাডা ও তার উপনিবেশবাদের উপর ধারণা অর্জন শুরু করে এ যেন একটি পরিত্যক্ত উপনিবেশ যাকে নির্মাণ করতে হবে। পুরোপুরি ভারতের মত ফরাসি কানাডা পতাকায় জাতীয় প্রতীক ও জাতীয় সংগীত প্রদান করে। এই প্রতীকগুলি নিশ্চিতভাবে অবসান ঘটায় কানাডার জাতীয়তাবাদের অনুকরণ যা এখন থেকে একটি সংকররূপ নেয় বিশ্বের অনান্য মানুষের সম্পর্কস্থাপনের ক্ষেত্রে। সমান্তরাল ভাবে কানাডিয়ান বুদ্ধিজীবিরা জাহির করেন যে ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক এবং কানাডার স্বাধীনতা র প্রতীক যা প্রদর্শিত করে পরিচয়ের সমস্যার পরিবরর্তনের এখন থেকে ফরাসি . কানাডিয়ান স্বায়ত্ত শাসনের সঙ্গে ভারতের সংবিধানিক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

প্রতীকীবাদ : যদিও পতাকার উপকরণ নিতান্তই কাপড়, এটি পরিচয় এর মৌলিক ভূমিকা পালন করে। জাতীয় সংগীত অথবা জাতীয় পোশাক এই সব কিছুই দেশের পরিচয় ও সম্মতিসূচক গর্ব উৎপন্ন করে। যেমনটা উল্লেখ করে Marie France Wagner ও Lyse Roy, সামাজিক সংগঠন গুলি গঠিত হয় একাধিক প্রতীক ব্যবস্থা উপর ভিত্তি করে যা সময় ও নির্দিষ্ট স্থানের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়[44]। Le God save the Queen এবং L'union Jack (অথবা le Red Ensign) সম্পূর্ণ ভাবে বর্জিত হয়েছিলো ফরাসী কানাডিয়ারদের কাছে। তালিকাভূক্ত গান ভোটে ফলাফল যা নিশ্চিত করে ইংরেজ সাম্রাজ্য ও তার প্রতীকের সংরক্ষণের প্রত্যাক্ষান কে। ফরাসি কানাডিয়ানরা দীর্ঘ দিন ধরে বেসরকারি ভাবে আদি বাসিন্দাদের প্রতীককে প্রদর্শিত করে এসেছে। L'O Canada এবং Sacré-Cœur ভারতের স্বাধীনতার পূর্বেই ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু কখনই সরকারী ভাবে গ্রহণ করা হয় নি।

Le comité œuvre du drapeau national (Committee for the national flag) এবং curé Elphège Filiatrault প্রকাশ করে অসংখ্য পুস্তিকা যাতে বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে জাতীয় পতাকা গ্রহণের সপক্ষে বিবরণ দেওয়া হয় [45]। কিছু সাফল্যের সাথে le fleurdelisé কে গ্রহণ করা হয় ফরাসি কানাডিয়ানরা ও অপরদিকে ইংরেজ কানাডিয়ানরা union jack গ্রহণ করে। *L'Action nationale* এর অনুসারে জাতীয় পতাকার নবজন্মের উদ্দেশ্যে ফরাসি কানাডিয়ানরা 1930 সালের মাঝামাঝি সময়ে একটি রাজনৈতিক প্রচার অভিযান শুরু করে। যুদ্ধ ও সৈন্যদলের নিয়োগ যা পতাকার ধারণাকে বিরম্বিত করে, একটি অতিরিক্ত বিভাগের বিষয়ে তে, কিন্তু যুদ্ধের শেষে কানাডিয়ান সরকারের সংসদীয়সমিতি)le comité parlementaire)যা কানাডার পতাকা প্রস্তুত করার ধারণাকে আমল দেয় নি। এই পরিস্থিতিতে কেবেকের বিধান সভা কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে আর্জি জানায় একটি পতাকার নির্বাচনের ''যা সম্রাজ্যবাদ ও দাসত্ব কে উপেক্ষা করে গর্বের সাথে কানাডিয়ানদের চিহ্নিত করবে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে''[46]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ইংল্যাণ্ড এর স্বাভাবিক ভাবেই আগের সব ক্ষমতা হ্রাস পায়। উপনিবেশের কমন ওয়েল্থে থাকার সিদ্ধান্ত কে বাধ্যতামূলক না করে, ফরাসি কানাডায় অধিকাংশ জাতীয়তাবাদীরা প্রস্তাব দেন একটি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার অভিযান করা fleurdelisé কে জাতীয় পতাকার প্রতীকের মর্যাদা দেওয়া যাতে ইংল্যান্ডের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ভারতের প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যা কমনওয়েল্থ ভুক্ত এই মন্তব্য করা হয়। *L'Action Nationale* এ বর্ণনা করা হয় রাজতন্ত্রের তার প্রতীক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনাকে। Jacques Perrault বামপন্থী আইনজীবী যিনি Duplessis এর সাথে লড়াই করেন

তিনি অনুমান করেন ভারতের স্বাধীনতা যা কানাডার প্রজাতান্ত্রিক নীতিকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে। এই ভাবে ভারত প্রজাতন্ত্রের স্থান পায় কমন ওয়েল্থে। যেদিন কানাডায় সংসদ এর নির্বাচন হয় প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তনের রায়ের সাথে। যার ফলে ভোট হয়েছিলো সংবিধানের দুই দফায় যা ইংরেজদের প্রচলিত সংবিধানের পরিবর্তন আনে।

বর্তমানের প্রত্যাশিত ফল অনুসারে, কানাডার প্রজাতন্ত্রে স্থান পায় আমেরিকান প্যান এবং ছিন্ন করে সমস্ত সম্পর্ক ব্রিটিশ কমন ওয়েল্থ থেকে কোন .বাধ্যবাধকতার অনুমান করবে এই নতুন প্রজাতন্ত্র তার শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে?

---

[44]Marie France Wagner et Lyse Roy, "Rituels et cérémonie du xvi au xxi siècle" *Bulletin d'histoire politique*, vol. 14, no. 1, (Autumn 2005), p. 7.

[45]Elphege Filiatrault, *Aux Canadiens français : notre drapeau*, St-Hyacinthe, imprimerie La Tribune, 1903.

[46]Luc Bouvier, "Vers Le Fleurdelisé" *L'Action nationale* (Aut**u**mn 2005), p. 102.

এই প্রতিকূলতায় বিশ্বে কোন পরিবর্তন নিয়ে আসবে? কানাডা একটি স্বাধীন সার্বভৌমরাষ্ট্রে পরিণত হবে যা ইংল্যাণ্ডের কাছে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দেবে[47]।

Pierre Vigeant, *Le Devoir* পত্রিকায় তিনি উক্ত করেন যে ভারতের উদারণকে নিয়ে কানাডার উচিত কমন ওয়েল্থ থেকে বেরিয়া আসা অথবা ইংরেজ রাজতন্ত্রের সমস্ত যোগ সূত্র কে নষ্ট করা।

যদি অধিরাজ্যের অবস্থান ভারতীয়দের কাছে খুব একটা আকর্ষণের না হয় তাহলে কানাডিয়ানদের কি সত্যই উচিত এ নিয়ে খুশি হওয়া? যদি ভারতীয়দের অধিকার থেকে থাকে কমন ওয়েল্থ থেকে বের হয়ে আসার যার স্বীকৃতি দেয় ইংল্যাণ্ড তাহলে কানাডিয়ানরা যারা আমেরিকার একটি রাষ্ট্র গঠিত করেছে, তাদের কি উচিত নয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া? এটা নিশ্চিত নয় যে তারা কানাডার স্বাধীনতার গুরুত্ব না দিয়ে অপছন্দের বিদেশি রাজার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করবে[48]।

পতাকার গ্রহণের প্রচার যা ছিলো যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি অংশ। এই প্রচার শুরু হয় বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে যার কেন্দ্রে ছিলো Boers যুদ্ধ্ যা চলেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের পরেও। Anatole Vanier, *L'Action nationale* থেকে নিয়ন্ত্রণ করে *la ligue d'action nationale* যার উপর চাপ সৃষ্টি করা পতাকার ধারণাকে গ্রহণ করার স্বার্থে। *L'Action nationale* মনে করায় যে "পতাকা শুধুমাত্র একটি চিহ্ন যা মানুষের চেতনার উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এটি অতীতকে মনে করায় আর মানুষকে একত্রিত জীবনের আদর্শে দৃঢ় করে এবং সমাবেশের আমন্ত্রণ জানায়"[49] এমত অবস্থায় ভারত পিছু পা হয় নি ইংরজ প্রতীকের পরিবর্তে তার নিজেস্ব প্রতীক(1947 জুলাই) ও(1950 জানুয়ারির) জাতীয় সংগীত প্রতিষ্ঠা করতে। *Le Canada* পত্রিকায় উদ্ধৃতি করা হয় নেহেরু যখন নতুন ভারতীয় পতাকার প্রকাশ করলেন তিনি বলেন ,এটি কোনো সম্রাজ্যবাদের পতাকা নয়"নয় কোনো আধিপত্যতার পতাকা, বরং এটি স্বাধীনতার পতাকা যা শুধুমাত্র আমাদেরই নয় সমস্ত জনগণের যার এটিকে দেখবে"[50]এই পতাকা গ্রহণের সময় *La Patrie* দাবী করেন এটি একটি "সুবর্ণদিন ভারতের কাছে"। এই পত্রিকায় উল্লেখিত করা হয় নেহেরুর প্রতিশ্রুতি গুলি কে, যেগুলি দাবী করে বিশ্বের কাছে উজ্জ্বল দিন[51]। এর পরিপ্রেক্ষিতে *Le Devoir* প্রকাশ করে আমেরিকান প্রেসের তৎপরতা দেখতে পাওয়া যায় শিরোণামে আসে "ভারত একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পতাকা কে বেছে নিয়েছে, যা ইংরাজ সাম্রাজ্যের কোনো চিহ্নকে স্থান দেয়নি"[52]। *Le Devoir* শিরোণামে যুক্ত করে "কখন কানাডার সত্যিই পতাকা হবে "

কানাডার পরিস্থিতি লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। আমাদের দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে 1931 সালে Westminster অবস্থান অনুসারে। এবং আমাদের এখনও পর্যন্ত কোনো ভিন্ন পতাকা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি অনুসারে কথা রাখতে পারেননি সংসদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য একটি ভিন্ন পতাকা প্রচলন কে। বলা বাহুল্য যে হিন্দু জেলা শাসকের মধ্যে যতটা না ইংরাজদের প্রভাব দেখা যায় তার থেকেও অনেক কম দেখতে পাওয়া যায় কিছু কিছু কানাডিয়ান জেলা শাসকদের মধ্যে। যেখানে আমরা 15 বছর অপেক্ষা করিনি একটি ভিন্ন পতাকে গ্রহণ করার জন্য যে কখন একটি প্রকৃত কানাডিয়ান পতাকা হবে?[53]

আগষ্ট জাতীয়1948 সালে চূড়ান্ত একটি প্রবন্ধে উল্লেখিত হয় যে খুব কম সময় কেবেকের আইনসভা অবশেষে গ্রহণ করে একটি le fleurdelisé কে। *L'Action nationale* যা কেবেক সরকার কে চাপ দিতে থাকে একটি পতাকা গ্রহণের জন্য ঠিক যেমনটা সবে মাত্র করেছে ভারত,

স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত ইঙ্গিত দেয় তার প্রতীকিকরণ করার। শেষে 15সংসদের সামনে ইংরাজদের রঙ্গিত পতাকা কে নামনো হয় তার পরিবর্তে শুধু মাত্র নতুন জাতীয় পতাকা লাগানো হয়। এই ভাবে কেবেকে কি আশা করা যায় না Union

[47]Jacques Perrault, "La "Couronne" et la Constitution canadienne", *L'Action nationale* (October 1948), p. 123-125.
[48]Pierre Vigeant, "Dominion ou république", *Le Devoir*, 4 June 1947.
[49]René Chaloult, "Un drapeau provincial", *L'Action nationale* (January 1948), p. 5.
[50]Guy Jasmin, "Deux nouveaux Dominions", *Le Canada*, 16 August 1947.
[51]"Beau jour pour les Indes", *La Patrie*, 17 August 1947.
[52]*Le Devoir*, 22 July 1947.
[53]*Ibid*.

Jack পরিবর্তে fleurdelisé যা বৈধ অভিযোগের বেদনা দায়ক স্মৃতিকে লাঘব করতে পারে? কেবেকে এটি এক নয় যে Red Ensign পতাকা যা উদিত হবে সরকারী দপ্তরের উপরে, কিন্তু একটি পতাকা যা সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশি L'Union Jack, আমরা কি চাই না ভারত ,আয়ারল্যাণ্ড ও নতুন আকাদির মত স্বাধীন রাষ্ট্র যারা বিদেশী প্রতীকের পরিবর্তে একটি সম্পূর্ণ নিজেস্ব প্রতীককে গ্রহণ করতে?[54]

Fleurdelisé কেবেকের সংসদের গ্রহণ করা সত্ত্বেও কানাডা 20 বছর পরেও এখনও দ্বিধা করে তার নিজস্ব পতাকাকে গ্রহণ করতে। কানাডার অসহিষ্ণুতা ইংল্যাণ্ডের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার এই পরিপ্রেক্ষিতে Antonio Perrault *L'Action nationale* এ মন্তব্য করে কানাডিয়ান সংসদের বিবর্তন আনা উচিত।

কানাডার উচিত পরিবর্তন আনা যে ভাবে দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড এবং ভারত পরিবর্তিত হয়েছে প্রজাতন্ত্রে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অবগত হতে পারি যে এই পরিবর্তন শুধু এখনের জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, আমরা অনুমান করতে পারি Louis Saint-Laurent অন্যন্য শহর গুলির কাছে কি আইনের প্রস্তাব করেছে? সাহসিকতার বিষয়ে Valera, Nehrou (sic), Drew Diefenbaker, Coldwell, Low, দের স্নায়ুবৈকল্য Star ও Gazette লেখক গন যারা কানাডার থেকেও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সমর্থন করে।[55]

উপসংহার : ফরাসি কানাডার জাতীয়তাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের উদাহরণকে খতিয়ে দেখা যা নিঃসন্দেহে দুটি ইংরেজ উপনিবেশের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটায়, যা গঠনগত ভাবে পারস্পরিক রাজনৈতিক ও উপনিবেশিক পরিচয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে ও রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশেষ মাত্রা দেয়। ফরাসি কানাডিয়ান সংবাদমাধ্যম গুলি বিশদ বিশ্লেষণ করে ভারতের এই সংগ্রামকে যা তার স্বাধীনতা নিয়ে এসেছিলো এবং একই সাথে বিচ্ছিন্ন করেছিলো রাজনীতিকে সাম্রাজ্যবাদের সংবিধান থেকে চিরতরে যার পরিণতি হয় স্বাধীনতা। *Le Soleil, La Presse* এর মত সংবাদ মাধ্যম যারা সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদের পক্ষে ছিলো না যারা ইংরাজদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কে সমর্থন জানিয়েছিলো। যদিও তারা ভারতের স্বাধীনতার বিরোধীতা করে নি, তারা জাতীয়তাবাদীদের দেশের একতা বজায় রাখার দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ করেছিল। *Le Devoir, L'Action nationale* এর মত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির মতে ভারতের স্বাধীনতা চেতনার উন্মেষ ঘটায় ফরাসি কানাডিয়ানদের। এই পত্রিকাগুলি ভারতের উপর পর্যবেক্ষণ প্রকাশিত হয় যা মূলত আলোকপাত ঘটায় সেই সমস্ত ধারণার উপর যা ফরাসি কানাডার উপনিবেশের অপসারণের সাথে যুক্ত শান্ত বিপ্লবের আগের থেকে। নেহেরু ও গান্ধিজির জাতীয়তাবাদ যা বহু কানাডিয়ানদের কাছে ন্যায়সঙ্গত রাজনীতি। ফরাসি কানাডিয়ানদের ভারতীয়দের স্বাধীনতার প্রতি মন্তব্য সাধারণত ধনাত্মক, কনাডার ভারতীয় হাই কমিশন ব্যাখা করে যে ভারতের স্বাধীনতাকে অনেকটা মূল্যায়ন করা হয় স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে।

কিছু কানাডিয়ান জাতীয়তাবাদীদের চোখে ভারতের স্বাধীনতার অর্থ হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন এবং নতুন পন্থার প্রচলন করা যা পরিবর্তন আনে ফরাসি কানাডিয়ান জাতীয়তাবাদের। *L'Action nationale* একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেই সমস্ত ধারণার ও শব্দ ভাণ্ডারের প্রসারের যা উপনিবেশবাদের অপসারণের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। লেখকরা যারা সাহিত্যচর্চা করেন উপনিবেশিক অপসারণের উপর তাদের জ্ঞানের বিকাশে শুধু মাত্র Memmi এবং Fanon লেখনিই নয় কেবেকের পত্রিকাগুলি একই ভাবে অবদান রাখে একটি আন্তর্জাতিক রুপান্তরের, যেখানে ভারতের উপনিবেশবাদের অপসারণ যা অন্য অনেকের মধ্যে বিশেষ আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পায় উপনিবেশের অপসারক রূপে।

[54]René Chaloult, "Un drapeau provincial", *L'Action nationale* (January 1948), p. 6-8.
[55]Antonio Perrault, "L'indépendance du Canada", *L'Action nationale* (June 1950), p. 429.